দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 10-FEB 2005

পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর অসংখ্য আসন শূন্য থাকে

উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা

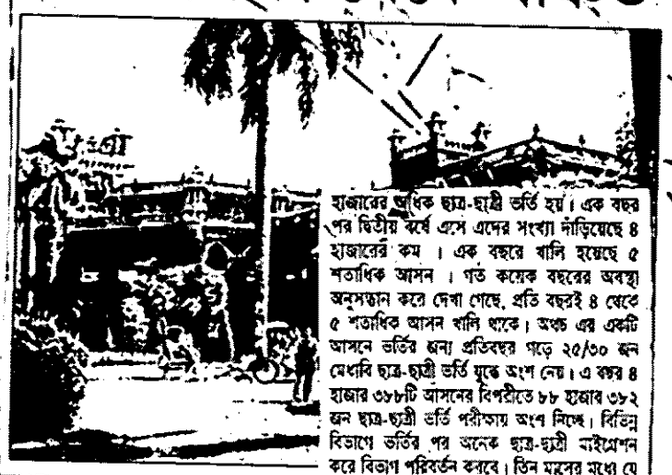

॥ মিজানুর রহমান ॥

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রকট আসন সংকটের মধ্যেও প্রতিবছর কয়েক হাজার আসন খালি পড়ে থাকে। প্রথম বার ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগে এক বছর 'ইয়ার লস' দিয়ে অপেক্ষাকৃত চাহিদাসম্পন্ন বিভাগে ভর্তি হওয়ায় পূর্ববর্তী আসনটি খালি হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সুযোগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অবৈধভাবেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এর ফলে ভর্তি হওয়ার

দ্বিতীয়বার পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ না দিলে ড্রপ-আউটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকট আসন সংকটের মধ্যেও প্রতিবছর পাঁচ শতাধিক আসন খালি পড়ে থাকে। প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও এ অবস্থার সৃষ্টি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে নতুন পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী। অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও একই অবস্থা। কয়েক হাজার সিট খালি পড়ে থাকায় এ অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। তবে বুয়েটে চলতি বছর থেকে এইচএসসি পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একবার ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম করায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পর বেশী সংখ্যক আসন খালি হবে না বলে বুয়েট কর্তৃপক্ষ মনে করেন। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় বার (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এক বছর পর দ্বিতীয় বর্ষে এসে এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজারের কম। এক বছরে খালি হয়েছে ৫ শতাধিক আসন। গত কয়েক বছরের অবস্থা অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, প্রতি বছরই ৪ থেকে ৫ শতাধিক আসন খালি থাকে। অথচ এর একটি আসনে ভর্তির জন্য প্রতিবছর গড়ে ২৫/৩০ জন মেধাবি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি যুদ্ধে অংশ নেয়। এ বছর ৪ হাজার ৩৮৮টি আসনের বিপরীতে ৮৮ হাজার ৩৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির পর অনেক ছাত্র-ছাত্রী মাইগ্রেশন করে বিভাগ পরিবর্তন করবে। তিন মাসের মধ্যে যে সকল আসন খালি হবে মাইগ্রেশনের মাধ্যমে তার অনেকটা পূর্ণ হবে। তবে বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির কার্যক্রম ও ক্লাস শুরুতে প্রতিবছরই অন্য অনুষদের তুলনায় কিছুটা বিলম্ব হয়। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে মাইগ্রেশন করে বিভাগ পরিবর্তন করার সুযোগ থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বঞ্চিত হবে। এ শিক্ষা বর্ষেই অনেক আসন খালি থাকার আশংকা রয়েছে এ অনুষদে।

ভর্তির আনুষঙ্গিক যোগ্যতা নিয়ে এইচএসসি পাস একজন ছাত্র-ছাত্রী পরপর দুই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রথম বার পরীক্ষা দিয়ে পছন্দের বিষয় ভর্তি হতে না পেরে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার মাধ্যমে বিভাগ পরিবর্তন করে। এ ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম চাহিদা সম্পন্ন বিভাগে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী বছরে ভর্তি পরীক্ষায় বেশী অংশ নেয়। আবার অনেকে দ্বিতীয়বারের ভর্তি পরীক্ষার সুযোগে ভাল বিষয়ে ভর্তি হওয়ার পরও বিভিন্ন প্রলোভনে অন্যের হয়ে পরীক্ষা দেয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির এক সদস্য বলেন, মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে একজন শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়া উচিত। এতে সে হয়ত তার পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে। তিনি এ সত্যতা স্বীকার করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তির ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে তা যুগোপযোগী নয়। এ পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ ঝামেলা এড়াতে বিদ্যমান পদ্ধতি নিয়েই সন্তুষ্ট।

ড্রপ-আউটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী এরকম ১৭/১৮টি বিভাগে প্রায় ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে সাড়ে ১৪শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এক বছর পর দ্বিতীয়বর্ষে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজারের কম। প্রায় ৫শ' আসন খালি হয়েছে এ বিভাগগুলোতে। মধ্যম চাহিদা সম্পন্ন দর্শন বিভাগের মোট আসন রয়েছে ১৬৫টি। বিভিন্ন কোটায় আরো ১০/১৫ জন ভর্তি করা হয়। ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে এ বিভাগে ভর্তি হওয়া ১৭৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে দ্বিতীয়বর্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০৯জনে। ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে আরবী বিভাগে প্রথমবর্ষে ১১৫ জন ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর মধ্যে দ্বিতীয়বর্ষে এসে দাঁড়িয়েছে ৯০ জন, ফার্সি ও উর্দু বিভাগে ৭২ জনের মধ্যে ৪৭ জন, ইসলামী স্টাডিজে ২০৩ জনের মধ্যে ১৭৮ জন, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ১২০ জনের মধ্যে ৯৩ জন। এভাবে অনেক বিভাগে প্রতিবছর এ হারে আসন খালি হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বল্প সংখ্যক আসন থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের একবারই ভর্তির সুযোগ দেয়া উচিত। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বার ভর্তির সুযোগে প্রতিবছর যেমন অধিক সংখ্যক আসন খালি পড়ে থাকে তেমনি ভাল বিষয়ে ভর্তি হওয়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী অন্যের হয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাই দ্বিতীয় বার ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি অবশ্যই রোধ করা উচিত। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে তা ত্রুটিযুক্ত বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বর্তমান এমসিকিউ পদ্ধতির সংস্কারের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, প্রতিবছর কিছু আসন খালি হবে এ বিষয়টির কথা ভেবেই বিভিন্ন বিভাগে নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। তারপরও বেশী সংখ্যক আসন যাতে খালি না থাকে সে ব্যাপারে আমরা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

প্রো-ভিসি অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, আসন খালি পড়ে থাকার সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সে বিষয়টি নিয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি। এ লক্ষ্যে একটি ভর্তি প্রক্রিয়া কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ বলেন, ড্রপআউটের বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহনের আবশ্যকতা রয়েছে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ ড্রপআউট বন্ধের জন্য যে নিয়ম করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও সে বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রতিবছর যে অধিক সংখ্যক আসন খালি হয়ে পড়ে তার সমাধানের জন্য যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশিদ বলেন, উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিটও খালি থাকা উচিত নয়। প্রতিবছর যে আসন খালি হয় তা নিয়ে আলোচনা হয় না তা নয়, কিন্তু সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি এ সমস্যাটির সমাধান হওয়া উচিত বলে মনে করেন।